ইত্তেফাক

১৪/৩/৮৯

A39

মাদ্রাসা আলীয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সুপারিশ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার দুই-শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (শুক্রবার) মাদ্রাসা আলীয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গতকালের সেমিনারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, 'বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান'; অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ কে, টি, হোসেন 'মুসলিম বিশ্বের সম্পদ ও অগ্রগতির সম্ভাবনা'; ইসলামী শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী 'উপ-মহাদেশে মুস-

(৮ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মাদ্রাসা আলীয়াকে

(১ম পৃঃ পর)

লিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রফেসর ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বলেন, মধ্যযুগে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় মুসলমানদের অবদান ছিল প্রচুর। বিশেষ করিয়া রসায়ন, অংক, চিকিৎসা, দর্শন ইতিহাস ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে মুসলমান পণ্ডিতগণ ছিলেন পথিকৃৎ। এ সময় ইবনে সীনা, আল-রাজী, জাবের ইবনে হাই, মুহম্মদ আল খাওয়ারিজমী, আল-রসুদি, আল-বিরুনী, ওমর আল খইয়াম প্রমুখের মত বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি পৃথক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন এবং ঢাকা মাদ্রাসা আলীয়াকে আরও সম্প্রসারণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসাকে প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ইসলামের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার ফ্যাকালটি খুলিয়া ইসলামী জ্ঞানচর্চার সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে।

যশোর-কুষ্টিয়ার প্রস্তাবিত ও সম্প্রতি প্রতিশ্রুত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে 'সংকীর্ণ চিন্তা' বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন ও বলেন, ইসলামের প্রথম দিকে 'আল জমিয়াহ' মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত ছিল। আল-জমিয়ায় কেবল ধর্মীয় শিক্ষাই দিত না, বরং সেখানে মানব জ্ঞানের সর্ববিষয়ের চর্চা হইত।

ডঃ কে, টি, হোসেন তাঁহার প্রবন্ধে সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তুলিয়া ধরেন ও বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে পেট্রো-ডলার প্রভাব বিস্তার করিলেও মুসলিম বিশ্ব উহার ফায়দা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন উন্নত দেশই মূলতঃ ফায়দা লুটিতেছে। ওপেক দেশসমূহে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করিলেও উন্নত দেশসমূহ তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে উহা পোষাইয়া লইতেছে। তিনি বলেন যে, ওপেক দেশসমূহের সম্পদ উন্নয়নশীল মুসলিম দেশসমূহে বিনিয়োগ করা হইলে তেল উৎপাদন করে না এমন দেশও অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইত।

ডঃ এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা শুরু হয় হিজরী সপ্তম শতক হইতে এবং দুইশত বৎসর স্থায়ী এ অধ্যায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর 'হাদিসের' চাইতে 'ফিকাহ' বা ফতোয়ার কেতাবের চর্চা সম্মানের মনে করা হইত। সে সময়কার পাঠ্যসূচীতে তৎকালীন বিজয়ী শাসকবৃন্দের ভাবধারা, চিন্তা ও রুচির প্রাধান্য ছিল। দ্বাদশ হিজরীর দিকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রঃ) চেষ্টায় হাদিসের পঠন-পাঠন ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

বর্তমান ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচীর ত্রুটি উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, হাদিস ও তফসীর উভয় শাস্ত্রের চর্চায় আরবী সাহিত্য সহায়ক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমান পাঠ্যসূচীতে আরবী সাহিত্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।